www.babalokenath.org

পরম পুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দিব্য আদেশ প্রাপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের

দিব্য জীবন

লোকনাথ ডিবাইন লাইফ মিশনের দিব্যজীবন

Lokenath Divine Life Missioner Divya Jeevan

নবমবিংশতি বর্ষ/ Vol. - 29, Issue No. - 2 | দ্বিতীয় সংখ্যা, ২২ মার্চ, ২০২৩ / March 22, 2023 | ৭ই চৈত্র, সনঃ ১৪২৯

সংসারের সমস্ত কর্মই জানবে তাঁর সেবা, এই ভাবটাই সব সাধনার মূল কথা। মনকে শুদ্ধ করার শান্ত করার এমন সহজ পথ আর কিছুই নেই”

— ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী

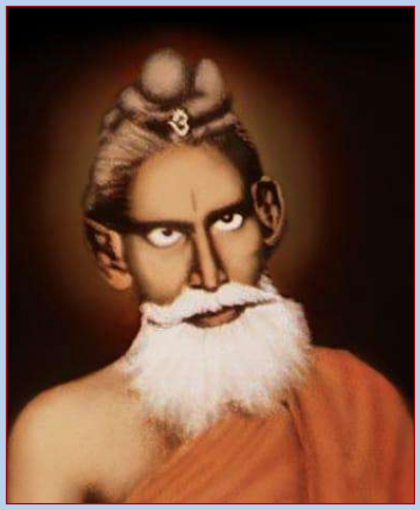

“রণে বনে জলে জঙ্গলে স্মরণ করিবা কোন বিঘ্ন হইবেক না”

—লোকনাথ ব্রহ্মচারী

আশ্রম যাঁর সংসারও তাঁর

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁর এক শিষ্য প্রশ্ন করলেন, ‘গুরু দেব, আমরা যে এই আশ্রমে থাকি কত আনন্দ আমাদের মনে তা ভাষায় বলা যায় না। দুঃখ হয় সংসারী মানুষের জন্য। তারা তো এই আনন্দের আস্বাদন থেকে একেবারে বঞ্চিত। কেন এমন হলো?’

মহর্ষি - ‘তুই যাকে বঞ্চনা মনে করছিস, তারা হয়তো তাকে তা মনে করে না, তুই সংসারের কাছাকাছি গিয়ে যদি পর্যবেক্ষণ করিস, তাহলে দেখবি সেখানে কোন রকম বঞ্চনার বোধ নেই। স্নেহ, মায়া, মমতা দিয়ে তারা সুন্দর নীড় রচনা করে আছে। দুঃখ, কষ্ট আছে বটে, তা তারা মেনে নিয়েছে। তাই আশায়, আনন্দে তদের দিন কেটে যায়, না হলে সংসার অচল হয়ে যেত। তোরা যেমনি তাদের টা বুঝিস না, ওরাও তেমনি তোদের টা জানেনা। আচ্ছা বলতো, তোরা কি আনন্দ পাস?

শিষ্য - আমরা পাই ধ্যানের আনন্দ, যোগের আনন্দ, আমাদের আনন্দ অসীম আর ওদের আনন্দ সসীম আর চাওয়া পাওয়ার মধ্যে সীমিত।

মহর্ষি - তাকিয়ে দেখ একটা গাছের মাধ্যমে কি খেলা চলেছে অহর্নিশি। গাছ শিকড় দিয়ে মাটির রস শোষন করছে, এতেই তার পরম তৃপ্তি, মাটির রস তো গাছের নিজের সম্পত্তি নয়, তোর ও অধিকার আছে তার মধ্যে, কিন্তু ঐ রস তোর গ্রহণযোগ্য নয়। যদি গ্রহণ করতে ও পারিস তাতে তোর কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। এতে শুধু গাছেরই অধিকার, এতো শুধু শোষন নয় এ হল মাটির অমৃতময় রস, সেই প্রাণময় আনন্দধারা বুকে টেনে নেওয়ার সাধনায় গাছ সিদ্ধ। এখন দেখ এই সিদ্ধির দ্বারা রসের পরিণতি কোথায়? আনন্দধারা রূপান্তরিত হয়ে উঠলো পত্র, পুষ্প, ফলে। নব রূপে রূপান্তরিত মাটির অমৃত রস হলো মানুষের গ্রহণযোগ্য। তাহলে স্বীকার করতেই হবে আনন্দধারা এমন ভাবে সবার মধ্যে বিতরিত হচ্ছে কোথাও কোন বৈষম্য নেই। সংসারী মানুষ সংসারে যে ‘‘আনন্দ’’ আস্বাদন করে, আর তপোবনে আমরা যে আনন্দ আস্বাদন করছি তারমধ্যে আপাত পার্থক্য দেখ গেলেও মূলে কোন ভেদ নেই। সবাই আনন্দের সন্তান, আনন্দ পথের পথিক, শুধু আধার ভেদে রূপ বদলে যায় মাত্র। ‘ধ্যান ধারণাতে’ বলো আর ‘চাওয়া পাওয়াতে’ বলো সর্বত্র আনন্দের একধিপত্য, কোথাও কোন বৈষম্য নেই, কারো সঙ্গে কারো অপরিচয়ের বাঁধা নেই, সবাইকার বুক জুড়ে এক ঈশ্বর বসে আছেন। তিনি অদ্বিতীয় সবার যোগসূত্র তাঁর সঙ্গে। একই অন্তর দেবতার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে যারা বাঁধা পড়ে আছে, তারা পরস্পরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে বলেই যত অশান্তির ঝড় ওঠে, হঠাৎ যখন অনুকূল লগ্ন এসে উপস্থিত হয় তখন অদৃশ্য আবরণ ক্ষনিকের জন্য সরে যায়, আমরা বাঁধা পড়ি ‘‘চিরপরিচয়ের আনন্দময় বন্ধনে’’। ওখানে ভেদাভেদের প্রশ্ন নেই, না চেনার অবকাশ নেই, ঘুচে যাবে অপরিচয়ের দূরত্ব, আনন্দের স্রোত বইবে সর্বত্র! প্রাণে প্রাণে প্রতিধ্বনিত হবে **‘চিনি গো চিনি তোমারে’**।

‘সংগৃহীত যাজ্ঞবল্ক্য সংলাপ’

মাতৃচরণাশ্রিতা কৃপাধন্যা ঝুমা

For a few seconds take a break from what ever you are doing. Watch your breaths. Now, witness in the screen of mind what thoughts are passing like clouds in the sky? It is all about past and future. You never found peace in this past-future pendulum mode of mind. Will never find. Peace of mind is a state when mind clam down to present moment.

~~Bodhi Shuddhaanandaa

হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত বাঁশতলা গ্রামে মিশনের নবনির্মিত হাইস্কুল।

হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত বাঁশতলা গ্রামে মিশনের অন্নদান সেবা।

সম্পাদকীয়

মানব সেবা ও বোধি শুদ্ধানন্দ

গত শতাব্দীর ৯০ এর দশক থেকে শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ সুন্দর বনের প্রত্যন্ত গ্রাম গুলিতে গ্রামোন্নয়নের কাজ করে চলেছেন। সমাজ সেবা মূলক কাজ বহু NGO বা সমাজ সেবী সংস্থাই করে থাকে। কিন্তু অন্যান্য অনেক সংস্থার মতো শুধুমাত্র বাইরে থেকে কিছু আর্থিক বা বস্তুগত সাহায্য করা বোধি শুদ্ধানন্দ প্রতিষ্ঠিত লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের উদ্দেশ্য নয়। ১৯৮৫ সালে উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বরে শুদ্ধানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন। বাগেশ্বর থেকে নেমে এসে আজ পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে প্রসারিত সেই জনকল্যানমূলক কাজ। মানুষকে স্বনির্ভর করা, তাঁদের আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিষ্ঠিত করা বোধি শুদ্ধানন্দের সমাজসেবার অন্যতম উদ্দেশ্য। ১৯৯০ সালে মহারাজ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালনাট ক্রিক অঞ্চলের United Methodist church এ প্রথম বিদেশী জনগনের সামনে তাঁর বক্তৃতাটি দেন এবং তাঁর বক্তব্যের শেষে বহু বিদেশীমানুষ এগিয়ে এসে স্বতঃস্ফুর্তভাবে সুন্দরবনের সাহায্যার্থে তাঁদের উদ্ধৃত্ত পোষাক নিজেদের খরচায় ভারতের মাটিতে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। অদ্ভুতভাবে শুদ্ধানন্দ মহারাজ সবাইকে অবাক করে দিয়ে সবিনয়ে তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, যা সেদিন পর্যন্ত অন্য কোন সমাজসেবী সংস্থা করেনি, অন্তত সেদিন মহারাজকে উপস্থিত বিদেশী শ্রোতারা এমন কথাই জানিয়েছিলেন। কি কারণে বোধি প্রত্যাখ্যান করলেন এই বস্তুগত সাহায্য? স্বয়ং বোধির কথাতেই তা শুনে নেওয়া যাক। সেদিন উপস্থিত শ্রোতাদের সাহায্যের প্রস্তাবকে সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, ''আমি জানি আমার দেশ গরীব। আমি গরীবদের মাঝে কাজ করি যেখানে বঞ্চনা আর অবহেলা জড়িয়ে আছে প্রতিপদে। কিন্তু আমি charity বা দয়াদাক্ষিণ্যে বিশ্বাস করিনা। আমি বিশ্বাস করি আত্মনির্ভরতায়। আমি বিশ্বাস করি আত্মমর্যাদায়। কাজেই তোমাদের দেওয়া পোষাক আমি গ্রহন করতে পারলাম না। এগুলো দিয়ে আমি দরিদ্র শিশুদের ক্ষতি করতে পারবনা। ক্ষতি কেন জানো? দরিদ্র বাবা, মা অনেক কষ্টে তাঁদের সন্তানদের সস্তার জামা কাপড় কিনে দেন। এই সস্তার জামাকাপড় পরতেই বাচ্চারা অভ্যস্ত। একবার দামী, বিদেশী পোষাক তাদের হাতে এলে তারা তাদের বাবা, মায়ের দেওয়া সস্তার জামাকাপড় আর পরতে চাইবেনা। সস্তার জিনিসকে তারা অবজ্ঞা করতে শিখবে, বাবা, মাকে ভুল বুঝবে আর আমাকে তারা বেশী পছন্দ করবে, কারণ আমি তাদেরকে বিদেশ থেকে এসব এনে দিয়েছি। দরিদ্র হলেও পিতামাতার প্রতি সন্তানের এই শ্রদ্ধার জায়গাটুকু আমি কেড়ে নিতে চাইনা। চারটে পুরোনো জামাকাপড় হাতে দিয়ে বচ্চাদের মন থেকে মর্যদাবোধকে অবলুপ্ত করে দেওয়ার জন্য আমি সমাজসেবার কাজ শুরু করিনি। আমি কাজ শুরু করেছি আত্মমর্যদা-বোধসম্পন্ন মানুষ তৈরী করার জন্য। নাম কেনার জন্য নয়।''

শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত বাগেশ্বরের বাবা লোকনাথের মন্দির।

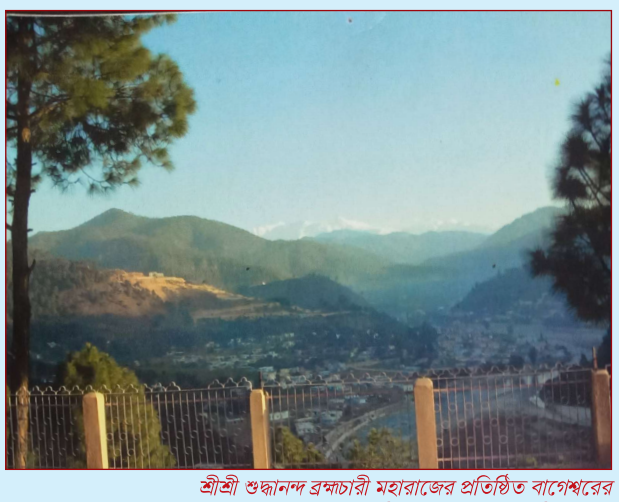

শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত বাগেশ্বরের বাবা লোকনাথের মন্দিরের সামনের প্রাকৃতিক দৃশ্য।

মহারাজের কথায় বিদেশী মানুষগুলো স্তম্ভিত। ভারত থেকে আগত এক সন্ন্যাসীর মুখে এই প্রথম তাঁরা শুনলেন সমাজসেবার এমন অদ্ভুত, ব্যতিক্রমী ব্যাখ্যা।

মিশন সংবাদ

বাঁশতলায় মিশনের বহুমুখী কর্মযজ্ঞ

সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত গ্রাম এই বাঁশতলা, মুরারীশা, হাসনাবাদ, ভেবিয়া, হলদা মোড় পেরিয়ে শহর কলকাতা থেকে বহুদূরে নাম না জানা এক ছোট্ট গ্রাম, অথচ শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের বহুমুখী মানবকল্যান যজ্ঞ শুরু হয়েছে এই গ্রামে। একদিকে চলছে প্রতিদিন ১৪২ জন দরিদ্র মানুষকে অন্নদানের কাজ, যা শুরু হয়েছিল কোভিড মহামারী চলাকালীন আর অন্যদিকে শিক্ষাদান। এই অন্নদান প্রকল্পে প্রতিদিন ভাত, ডাল,সব্জী, নিতে আসা ৮৮ বছরের বৃদ্ধ পরমেশ্বর দাস জানালেন, 'ছেলে, মেয়ে কেউ দেখেনা, সবাই আমাকে ছেড়ে ভিন্ন হয়ে গেছে। রোজ আসি। বাবার দেওয়া এই প্রসাদ খেয়েই আমি মরতে চাই। একদিনও এই প্রসাদ না হলে বাঁচবনা।' প্রতিদিন অন্ন নিতে আসা গ্রামের সহজ, সরল মানুষগুলোর একজন শ্রীমতি অপর্না বোর বললেন, 'দু'বছর ফসল নেই, কিছু নেই, বাবার এই প্রসাদেই বেচে আছি।'

অন্নদান প্রকল্পের স্থানের পাশেই আছে মিশনের ছোট্ট গোশালা। কিছু বৃদ্ধ গরু এখানে অসীম যত্নে প্রতিপালিত হয়। শুধু মানুষ নয়, মনুষ্যতর জীবের প্রতিও এই অসীম স্নেহ বলা বাহুল্য শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের অনুপ্রেরণায়। মনুষ্যেতর এই নির্বাক জীবেদের সক্ষম অবস্থায় মানুষ বিভিন্ন কাজে লাগায়, অথচ বৃদ্ধ বয়সে এদের দুর্দশার কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাবা হয়না। কাজেই মিশনের গোশালা শুধুমাত্র দুগ্ধদোহনের স্থান নয়, গোসেবার এক জ্বলন্ত উদাহরণও বটে।

নরনারায়ণ সেবা ও গোশালার পাশাপাশি গড়ে উঠেছে দুটি বিদ্যালয়- একটি প্রাথমিক আর একটি নিম্ন মাধ্যমিক। স্কুল দুটি নিয়ে পরবর্তী মিশন সংবাদে বিশদে আলোচনার অবকাশ রইলো।

বাঁশতলায় মিশনের বহুমুখী কর্মযজ্ঞ দেখাশোনা করেন শ্রী নিমাই বিশ্বাস মহাশয়, শুধু নিমাই বিশ্বাস নন, তাঁর সমগ্র পরিবারটি মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। নিমাইবাবুর ছোট ছেলে সৌরভ প্রতিদিন নিজের হাতে ১৪২ জন মানুষের জন্য বাজার এবং রান্না করেন। নিমাইবাবুর স্ত্রী এবং পুত্রবধূ রান্না করা সেই খাদ্য তুলে দেন দারিদ্র মানুষদের হাতে। নিমাইবাবুর গৃহসংলগ্ন অঞ্চলে নির্মিত হচ্ছে বাবা লোকনাথের অপরূপ এক মন্দির। এই মন্দির নির্মানের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তদারকি করে চলেছেন নিমাইবাবু। সমস্ত কর্মেই প্রয়োজন অর্থের। মিশন অনুরাগী আমরা সবাই যদি আর্থিক ব্যাপারে আমাদের সাধ্যমতো সাহায্যের হাতটি বাড়িয়ে দিই, তবে অতি দ্রুত বাস্তবায়িত হবে শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের স্বপ্ন।

মৌসুমী পাল

রাজবাড়ি স্কুলের শিক্ষকদের মিটিং।

পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের যোগব্যাম প্রশিক্ষণ।

রাজবাড়ি প্রাথমিক স্কুল।

গোসাবা উত্তরডাঙ্গা ম্যানগ্রোত প্রকল্প।

বাঁশতলা ব্রহ্মচারী কুটীর।

বাঁশতলা গরু প্রতিপালন।

Printed by **Swami Shuddhananda Brahmachari** Published by **Swami Shuddhananda Brahmachari** on behalf of Lokenath Divine Life Mission, Tel. : 9831038183 and Published at 277 Shanti Pally, Kolkata - 700 107. Editor: **Mousumi Pal**